সিডনীতে শ্রেয়া ঘোষাল

আনিসুর রহমান

খুব সম্ভবতঃ ২০০২ সালের কোন এক শনিবার সন্ধ্যায় সিডনীর একটি সিনেমা হলে বসে দেবদাস ছবিটি দেখেছিলাম। ঐ ছবির একটি গান মনে গেথে গিয়েছিল - বৈরী পিয়া বড়া বে-দরদী, ইস। অনুবাদ করলে অনেকটা এরকম দাঁড়াবে, ইস বড় নিঠুর তুমি অভিমানী প্রিয়া। আমি হিন্দী খুব অল্প জানি। অনুবাদে ভুল হতে পারে তবে গানটি যে খুব ভাললেগেছিলো তাতে কোন ভুল নেই। হলে বসে সদিন ঐশ্বরিয়া রায়ের অভিনয়ই দেখেছি কিন্তু ঐ কোকিল কণ্ঠটি কার তা আর জানা হয়নি! সেদিন ভাবিনি আট বছর পর ঐ গানের কোকিল স্ব-শরীরে সিডনী এসে আবার গান শুনিয়ে আমাদের মুগ্ধ করবে। হ্যা, আমি ভারতীয় সঙ্গীত জগতের অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের কথাই বলছি। গত ২১শে আগষ্ট সিডনীর হিলস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো তার একক সঙ্গীত সন্ধ্যা। দশ-বারো জন যন্ত্রী সহ অত্যন্ত ব্যয় বহুল এই বিশাল দলটিকে যারা বড় ধরণের অর্থনৈতিক ঝুকি নিয়ে সিডনীতে ধরে এনেছেন তাদের সৎ সাহস আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। অনুষ্ঠানটি যৌথ ভাবে প্রযোজনা করেছে দু'টি বাঙ্গালী সংগঠন - উৎসব এবং অজবেন মিডিয়া সেন্টার।

শ্রেয়া ঘোষাল সুন্দরী, বিনয়ী, কথা বলেন খুব সুন্দর করে, অবিবাহিতা, বয়স মাত্র ২৬ কিন্তু এরই মধ্যে "বলিউড সিংগিং সেনসেশন" হিসেবে খ্যাতির শীর্ষ তার অবস্থান। জন্ম পশ্চিম বাংলায় কিন্তু বড় হয়েছেন বাবার কর্মস্থল, রাজস্থানে। মূলত হিন্দীতে গান করলেও বাংলা, আষামী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তামিল, মালাইলাম সহ ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও তিনি সমান পারদর্শী। এ পর্যন্ত প্রায় ১৪০ টির মত ছবিতে প্লেব্যাক সিংগার হিসেবে কাজ করেছেন। চারটি জাতীয় পদক, পাঁচটি ফিল্মফেয়ার পদক সহ অরো অসংখ্য পদকে ভূষীতা শ্রেয়া ঘোষাল বিনয়ী ভঙ্গীতে মঞ্চে এলেন, একের পর এক গান শুনিয়ে মাত করলেন অনুষ্ঠান। শ্রোতাদেও মাতিয়ে রাখার অসীম ক্ষমতা তার। যেহেতু অনুষ্ঠানের আয়োজনে বাংলাদেশী সংগঠন অজবেন জড়িত ছিল তাই স্বাভাবিক ভাবেই আশা করেছিলাম বাংলা এবং হিন্দীর মধ্যে একটা ফিফটি ফিফটি ভাগ থাকবে কিন্তু শ্রেয়া মূলতঃ হিন্দীতেই গান করেছেন। আসলে ভারতের এতগুলো ভাষা! হলের বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভাষার গানের জন্য অনুরোধ ভেসে আসছিল ক্রমাগত কিন্তু এক শ্রেয়া আর কত দিকে যাবে! তবুও যতদূর সম্ভব সকলকে খুশি করার চেষ্টা করেছেন তিনি। বাঙ্গালীদের জন্য গাইলেন অন্তহীন ছবির সেই চমৎকার গানটি -

যাও পাখী বলো
হাওয়া ছলো ছলো
আবছায়া জানালার কাঁচ

২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া ভারতীয় বাংলা ছবি "অন্তহীন" যারা দেখেছেন তারা এই গানটির মর্ম বুঝবেন। সুরের মূর্চ্ছনা কখনোই ভাষার দেয়ালে বন্দী হয়ে থাকে না। সে তার স্থান করে নেয় মানুষের

হৃদেয়ের অত্যন্ত গভীরে। শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠে বিভিন্ন ভাষার গান শুনতে শুনতে সেটাই উপলব্ধি করেছি বারবার। সম্প্রতি এ্যামেরিকান স্টেট অব ওহাইও তাকে একটি দুর্লভ সম্মান প্রদান করে এই সত্যকেই নতুন করে প্রমান করেছে। তারা গত ২৬শে জুন রাজধনী কলোম্বাসে অয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই দিনটিকে শ্রেয়া ঘোষাল দিবস হিসেবে ঘোষনা করে। এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন ভারতীয়কে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে; তাদের একজন হলেন স্বামী বিবেকান্দ এবং অন্যজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষের দিকে অনুষ্ঠান যেভাবে জমে উঠেছিল তাতে মনে হচ্ছিলো ছেড়ে দিলে শ্রেয়া সারা রাত ধরে গান শুনিয়েও ক্লান্ত হবেন না। কিন্তু হলের সময় বাধা। তাই যেন অনিচ্ছা সত্বেও শেষ করতে হলো। এর পর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা, অয়োজকদের পক্ষ থেকে মঞ্চে এলেন গোরা সেনগুপ্ত, শম্পা ভট্টাচার্য, গোলাম মোস্তফা এবং একজন পরমানু বিজ্ঞানী যিনি এখন মূলতঃ শ্রেয়া ঘোষালের বাবা নামেই পরিচিত। অত্যন্ত সাজানো গোছানো অনুষ্ঠানটি সঠিক সময়ে শুরু করার ব্যাপারে আয়োজকরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। শুরুতে স্থানীয় শিল্পীদের গানের ব্যাপারে মান এবং পরিমিতি প্রশংসনীয়। এ ধরনের অনুষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে অরো দেখতে পাবো সফল আয়োজকদের কাছে এটাই আমাদের কামনা।